R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে ষ্টীল
ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ গ্লিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা
৮ম সংখ্যা | ৮ই জুলাই, ১৯৯৮ সাল। | বার্ষিক ৪০ টাকা

বালিঘাটা কুঠী বাড়ীর ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে চলছে জোর যার মুলুক তার অবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ : বালিঘাটা কুঠি বাড়ী এক সময় রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে কালের স্রোতে সে সব হারিয়ে গেছে। এখানে দুটি ওয়াকফ ষ্টেট আছে। মোহাম্মদ সেকেন্দার আলি ওয়াকফ ষ্টেট এবং সামসুন্নেসা ওয়াকফ ষ্টেট। সেকেন্দার আলি পরবর্তীতে ছেলেদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। দুটি ষ্টেটের দেখা শোনার দায়িত্ব পরবর্তী উত্তরাধিকারী আবুল হোসেন মহঃ কলিমুল্লাহকে দিয়ে যান। আবুল হোসেন মহঃ কলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র ছেলে আহাসান হাবিব ওয়াকফ রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলমূলে সামসুন্নেসা ওয়াকফ ষ্টেটের মাতোয়ালী নিযুক্ত হন। সেকেন্দার আলি ওয়াকফ ষ্টেটের দেখাশোনার দায়িত্ব যৌথভাবে পান আহাসান হাবিব এবং ফজলে বারী মহঃ ফিরোজ ওরফে আমুয়ার। ফজলে বারী মহঃ ফিরোজের পুত্র মুস্তাক আহমেদ (মুনির) এবং তাঁর জামাতা রবিউল ইসলাম বৈধ ভাবে নিযুক্ত ষ্টেটের মাতোয়ালী আহাসান হাবিবকে এবং অন্যান্য (২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গীপুরের নবনির্মিত সাব-জজ্ বিল্ডিং-এর হাল বেহাল

রঘুনাথগঞ্জ : মাত্র ৫/৬ বৎসর আগে নির্মিত জঙ্গীপুরের সাব-জজ কোর্ট বিল্ডিং এর বিভিন্ন জায়গায় নোনা লাগার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এমন কি কোথাও কোথাও জল পড়ছে। ওই বিল্ডিং-এর এস ডি জে এম-এর চেম্বার, কপি সেকশন, সাব-জজ কোর্ট এবং দোতলায় লক-আপ, পুলিশ রেষ্টরুম প্রভৃতি ঘরের অবস্থা রীতিমত খারাপ। অত্যন্ত নিম্নমানের ইঁট ও অন্যান্য মাল মশলা ব্যবহার করার ফলেই বিল্ডিং এর এই অবস্থা। আইনজীবীরা জানান কাজ চলার সময় নিম্নমানের ইঁট ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ না করলে বিল্ডিংটির হাল আরও খারাপ হতো। জানা যায়, বহরমপুর পি-ডব্লু-ডি (কনষ্ট্রাকশন) থেকে ঐ কাজের টেণ্ডার হয়। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়াররা কাজের কি তদারকি করলেন এটাই রহস্যজনক।

রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গীপুরে সাট্টার রমরমা বাজার প্রশাসন চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : লটারীর জগতে সাট্টার ব্যবসা জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে রমরমা আকার ধারণ করেছে। এ খেলা প্রকাশ্যে না হলেও বাজার ছেয়ে আছে। এপার ওপার নিয়ে প্রায় ২০—২৫ জন সাট্টা ব্যবসায়ী এ ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে। প্রতিদিন সাট্টার টিকিট কেটে ভাগ্য পরীক্ষার নেশায় প্রায় ৫০০/৬০০ মানুষ সামিল হয়। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি বিভিন্ন টিকিটের উপর আট রাউণ্ড খেলা হচ্ছে নয়টি সিরিজে। এর মধ্যে ১৫ বছর বয়সী যুবক হতে আরম্ভ করে ৬০—৬৫ বছরের মানুষ সাট্টার টিকিট কাটতে ব্যস্ত। তাদের দিন রাতের ধ্যান জ্ঞান কোন্ নাম্বারের খেলা হবে। কাগজ কলমে তারা ছক মিলিয়েই চলেছে। তাছাড়া শতকরা হারে প্রতিদিন ৫ জন করে লোক এই সাট্টার খপ্পরে সামিল হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে এক শ্রেণীর মানুষ সর্বশান্ত হয়ে শূন্য হাতে পথে বসবে। এর জন্য চায় প্রশাসনের শক্ত পদক্ষেপ।

জঙ্গীপুর মহকুমায় এক সপ্তাহে তিনটি ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১ জুলাই বিকাল ৫টা নাগাদ দুই চাঁইগোষ্ঠীর বিবাদের জেরে আইলের উপরে দুখু মণ্ডল (৩২) খুন হলেন সুফল মণ্ডলের হাতে। এছাড়া আহত হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুখুর দাদা মানিক মণ্ডল। গ্রামবাসীরা জানান, আক্রান্ত এবং আক্রমণকারীদের মাঝে মধ্যে একসঙ্গে মদ্যপানের যেমন সম্পর্ক ছিল, অন্যদিকে সংঘর্ষও প্রায় লেগেই থাকতো। ঘটনার দিন দু'পক্ষ একসঙ্গে মদ্যপান করে। এরপর দুখুরা সুফলকে অর্কিস্তর আক্রমণের পর তাঁর বাড়ীঘর ভাঙচুর করে স্থানীয় থানায় তাঁরাই অভিযোগ জানাতে আসছিলেন। রাস্তায় দুখুদের পেয়ে ক্ষিপ্ত সুফল হাঁসুয়ার কোপ মারলে দুখু প্রাণ বাঁচাতে রাজারাম মুন্দ্রার ইট ভাটায় ঢোকার মুখে পড়ে যান ও তাঁর মৃত্য হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ব্যাঙ্ক কর্মী গ্রেপ্তার

আহিরণ : সুতী থানার বংশবাটী গ্রামে গত ২৩ জুন সন্ধ্যে ৫-৩০ নাগাদ মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মী প্রসাদ সাহা গ্রেপ্তার হন। জানা যায়, ব্যাঙ্কের পাশের একটি ঘরে বহরমপুরের ছেলে প্রসাদ সাহা একাই থাকেন। তাঁর রান্নার বাসনপত্রগুলো প্রতিদিন গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আট আনা এক টাকা দিয়ে মাজিয়ে নিতেন। ঘটনার দিন ঐভাবে ১১-১২ বছরের মেয়ে শ্যামলীকে বাসনগুলো মাজার কথা বললে সে আপত্তি করে। প্রসাদ তখন তাকে খোসামোদ করে হাত ধরে নিয়ে যায়। যাতে শ্যামলী পালিয়ে না যায় তার জন্য ঘরের দরজা ভেজিয়ে দেয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
ব্যাজলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ? মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ বন্‌ধ কর্মনাশা ॥

গত ৩রা জুলাই শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বন্‌ধ হইল। এই ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ডাকিয়াছিল। তাহাতে যেমন বামফ্রন্ট প্রভাবিত 'সিটু' সামিল হইয়াছিল, তেমনি ছিল কংগ্রেসের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, মুলতঃ আই এন টি ইউ সি। আবার এই একই দিনে এস ইউ সি-র পক্ষ হইতে ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট ডাকা হয় পৃথক-ভাবে। সকলেরই একই ইস্যু—কেন্দ্রীয় বাজেট এবং রেল বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এই বন্‌ধ-এর নাম দেওয়া হইয়াছে, শিল্প বন্‌ধ কিংবা শিল্প ধর্মঘট। আর এই বন্‌ধ বা ধর্মঘট পালিত হইল পশ্চিমবঙ্গে যেখানে শিল্প বলিতে কিছু খুঁজিলে তেমন পাওয়া যাইবে না। যাহা হউক, দাবী করা হইয়াছে যে, এই বন্‌ধ সর্বাত্মক হইয়াছে। রাজ্যবাসী নাকি বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছেন। আসলে ইহা বাংলা বন্‌ধই।

তবে কোন শিল্পোৎপাদনে এই রাজ্য অগ্রসর না হইলেও শিল্পের আওতায় যাহা পড়ে, তাহাতেই ধর্মঘট ডাকা হয় বলিয়া খবরে প্রকাশ। রেল, ট্রাম, বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, লঞ্চ, বিমান, মেট্রো রেল, টেলিকম দপ্তর, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতিতে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী অফিসে ও স্কুল-কলেজে এই ধর্মঘট বা বন্‌ধ যাহা বলা হউক, পালিত হইবার কথা শুনা গিয়াছে। তবে সর্বাত্মক বন্‌ধ ছিল কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নাই।

কারণ এই ধর্মঘট বা বন্‌ধকে সর্বাত্মক রূপ দিতে নানা পন্থা অবলম্বিত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। বন্‌ধ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তবেই তাহা সর্বাত্মক হইতে পারে। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ যে, এই শিল্প বন্‌ধ-এ বন্‌ধ-সমর্থকেরা নাকি অবরোধ ও জোরজুলুম করিয়াছিলেন। অথচ বন্‌ধ-এর উদ্যোক্তারা পূর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কোন ক্ষেত্রেই জোর-জবরদস্তি করা হইবে না। কিন্তু কার্যতঃ অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীতটা ঘটিয়াছে। ট্রেনের গার্ড ও চালককে নাকি ট্রেন হইতে নামাইয়া দেওয়া হয়; ইচ্ছুক রেলকর্মীদিগকে কাজে যোগ দিতে বাধা দেওয়া হয়। মেট্রো রেলের জনৈক ষ্টেশনমাষ্টার ও কিছু মোটর-ম্যান নিগৃহীত হন বলিয়া জানা যায়। কোনও পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কোথাও পিকেটিং হয় নাই। বাদ-প্রতিবাদের এই তরজা-লড়াই সব ধর্মঘট, সব বন্‌ধ-এর ক্ষেত্রেই হয়।

অফিস-কাছারিতে তেমন হাজিরা ছিল না। স্কুল ও কলেজ বন্ধ ছিল। সরকারী-বেসরকারী বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি প্রভৃতি চলাচল করে নাই। বহু জায়গায় পথ অবরোধ করা হয়। বেসরকারী যানবাহন গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় পথে নামান হয় নাই। স্কুল ও কলেজে ছাত্র হাঙ্গামা হইবার আশঙ্কায় প্রত্যেক বন্‌ধ-এর দিনই ছুটি ঘোষণা করা হয়। বামফ্রন্ট প্রভাবিত সিটু ও কংগ্রেসের আই এন টি ইউ সি যৌথভাবে ও এস ইউ সি পৃথকভাবে বন্‌ধ ডাকায় অফিস-কাছারির কর্মচারীরা এক-দিনের নিরুপদ্রব ও নির্বিঘ্ন ছুটি ভোগ করিয়াছেন।

কিন্তু এই বন্‌ধ এই রাজ্যে কী সুফল আনিবে? কেন্দ্রীয় কি তাহাতে প্রভাবিত হইবে, অথবা রেল বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ যে বঞ্চনার শিকার হইয়াছে, তাহার প্রতিকার হইবে? রাজ্যের শিল্পের ব্যাপারে কি উন্নতি কিছু ঘটিবে? এই বন্‌ধ বহিরঙ্গে যতটা চাকচিক্যময়, অন্তরঙ্গে ততটাই অন্তঃসারশূন্য। একটি কর্মনাশা দিন এবং রাজ্য-অর্থনীতির উপর চাপ ছাড়া আর কিছু নয়, যাহা বরাবরই হইয়া থাকে। তবে একটি লাভ এই হয় যে, বন্‌ধ-এর উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে জনগণ অভিনন্দিত হন।

গরমে আরাম কুলফি মালাই

মোঃ আবদুল্লাহ মোল্লা

তাপদগ্ধ দ্বিপ্রহর বলে কথা নয়, গরমে প্রাণ যায় এমনি ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা সর্বত্র। মানুষের মধ্যে এক সুর—আর পারা যায় না। যারা সুখের জীয়ন কাঠি নিয়ে জন্ম নেয়নি, তাদের গরম নিয়ে হা হুতাশও নেই। তারা জেনে অভ্যস্ত কাজ না করলে পেট ভরবে না।

এমনই এক সময়ে লালগোলার নবকুমার দাস মাথার উপর ঢাকনা দেওয়া মাটির একটি বড় হাঁড়ি, সে হেঁকে চলেছে গরমে আরাম ঠাণ্ডা কুলফি মালাই। গরমে আরাম, গরমে শান্তি। মুখে লাগলে ছাড়তে চাইবেন না। কুলফি মালাই মাত্র এক টাকা, দু' টাকা, পাঁচ টাকা, আসুন বাবুরা তাড়াতাড়ি আসুন। মাত্র কয়েক পিস আছে। আর কয়েকজনকে দিতে পারবো। তারপরে আর চাইলেও পাবে না। কুলফি মালাই গরমে আরাম।

মানুষের উপার্জনের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। নবকুমার দাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিন আপনার এই ব্যবসা। ছোট ভাই। ১৯ বছর এই ব্যবসা করে কোন রকমে ৭ জনের সংসার চালিয়ে আসছি। তার মধ্যে দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, ছেলেরা লেখাপড়া করে। তবে জোতজমা বলতে কিছু নেই। এই কুলফি মালাই কি আপনার ভরসা? গরম ছাড়া তো এ ব্যবসা চলে না। তখন কি করেন? তা ঠিক বলেছেন। তখন বসে না থেকে মাথায় খঞ্চা নিয়ে চানাচুর, বাদাম ও মুড়িমসলা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করি। কুলফি মালাই গরমে বেশ বিক্রি হয়। এতে যেমন পরিশ্রম আছে তেমনি পয়সাও আছে। এইভাবে ভগবান তো আমার চালিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে বার হই। এক এলাকায় রোজ যাই না। বিভিন্ন এলাকায় যেতে হয়। প্রতিদিন নাই নাই করেও একশো টাকা মত হয়। তা না হলে কি করে সংসার চালাব। আর যা দুর্মূল্যের বাজার। হিরা থেকে জিরা অবধি কিনে খেতে হয়। তবুও আত্মতৃপ্তি কারো কাছে হাত না পেতে স্বাভাবিকভাবে ভগবান চালিয়ে দেন। আত্মবিশ্বাসকে মূলধন করে জীবন সংগ্রামের রাস্তায় নবকুমার একই গতিতে এগিয়ে চলেছে। সে জানে না থামার সময়। এই 'চলা' মানেই তো জীবন।

জোর যার মুলুক তার অবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বসবাসকারী পরিবার, ওয়ারিশ ও বেনি-ফিসিয়ারীগণকে বর্তমানে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে এককভাবে ঐ সম্পত্তি ভোগ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ফজলে বারী মহঃ ফিরোজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নিজের স্থায়ী বসত বাড়ী ছেড়ে জোরপূর্বক অফিস বিল্ডিং (যেখানে ইতিপূর্বে B. L. R. O. অফিস ছিল) দখল করে সেখানে বসবাস করছেন। তার ফলে অন্য ওয়ারিশ তথা পুত্র কন্যা বেনিফিসিয়ারীগণ তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। দখলীকৃত ঘরে সিল্ক ফ্যাক্টরীর প্রচুর মূল্যবান লোহার তীর বরগা আছে যার বর্তমান মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। সেসব সমাজবিরোধীদের সাহায্যে বিক্রিও করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। তাছাড়া সমাজ বিরোধীদের দিয়ে প্রাণনাশের ভয় দেখানো, রাতের অন্ধকারে শরিকদের বাড়ীতে বোমা ফেলা, ঐ অঞ্চলের কিছু দুষ্টু প্রকৃতির ঘোষদের নিয়ে শরিকদের বাড়ী চড়াও হয়ে মারধোর করা ইত্যাদি অত্যাচার জুলুমবাজী একের পর এক তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ রঘুনাথগঞ্জ থানায় এ ব্যাপারে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোন প্রতিকার হয়নি।

সপ্তাহে দেড় দিন দোকান বন্ধ আইন কি উঠে গেছে

স্থানীয় সংবাদদাতা ঃ সরকারী আধিকারিকদের কর্তব্যে অবহেলার সুযোগে মহকুমার সবকয়টি শহরাঞ্চলের অনেক ব্যবসায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সপস্ এ্যাণ্ড এসট্যাবলিশমেণ্ট এ্যাক্ট ১৯৬৩-এর তোয়াক্কা না করেই সপ্তাহের সাতদিনই দোকান খোলা রাখছেন। খোদ মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে যেখানে এই কাজ দেখার জন্য আধিকারিকের দপ্তর, সেখানে বুধবার অর্ধ দিবস এবং বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস দোকান বন্ধ রাখার কথা সেখানেও অনেক বড় বড় কাপড়ের দোকান থেকে শুরু করে মুদিখানা, ষ্টেশনারী দোকান পর্যন্ত বৃহস্পতিবার খোলা থাকছে। আর বুধবারের অর্ধ দিবসের কথা তো সব ব্যবসায়ই ভুলে গেছেন বলে মনে হয়। যে সব দোকানে কর্মচারী কাজ করেন তাঁদের নিয়োগ এবং বেতন সংক্রান্ত যে সব নির্দেশাবলী আইনে বলা আছে তাও মানা হয় না বলে একদল কর্মী অভিযোগ করেছেন। ছুটির দিনে দোকানে কাজ করার জন্য ওভারটাইমও অনেকে দেয় না। আইন ভাঙ্গার অপরাধে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যাঁর ব্যবস্থা নেবার কথা সেই মহকুমার সহকারী শ্রম আধিকারিক এবং তাঁর দপ্তরের পরিদর্শকরা সব জেনেও নীরব।

১৯৯৮ সনে আর্থিক গণনার কাজের জন্য জনগণের কাছে আবেদন

ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রাম ও শহরসহ সমস্ত জায়গায় প্রতিটি গৃহ, দোকান, কারখানা, কোম্পানী, সংস্থা প্রভৃতি স্থানে চতুর্থ আর্থিক গণনার কাজ শীঘ্রই হতে যাচ্ছে। আর্থিক গণনার মাধ্যমে দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত উদ্যোগের একটি সরকারি হিসাব তুলে ধরা সম্ভব হবে। এছাড়া এই গণনার ফলস্বরূপ প্রতিটি গ্রামে, ব্লকে, থানায়, শহরে, জেলায়, রাজ্যে ও সমগ্র দেশে অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের উন্নয়নের একটা পরিমাপ দেওয়া যাবে এবং যে কোন ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের একটা হিসাব দাখিল করা যাবে। এই গণনার কাজে নিযুক্ত গণনাকারীগণ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আপনার কাছে যাবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে কারণ আপনার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের জন্য যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। মনে রাখবেন এই কাজে আপনি যে তথ্য সরবরাহ করবেন সেগুলি কেবলমাত্র বিভিন্ন নীতি রূপায়ণের কাজে ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 834 (6)/ Inf. Msd. Date 6/7/98

জেলা রেডক্রশ অনুমোদিত জেলার একমাত্র বেসিক ট্রেনিং (এক বৎসর ও ছয় মাসের) ও হেলথ্ নার্সিং-এর জন্য আবেদন পত্র নেওয়া হচ্ছে। যোগ্যতা—বেসিক ট্রেনিং-এর জন্য মাধ্যমিকে ২য় বিভাগ ও হেলথ্ নার্সিং-এর জন্য নবম শ্রেণী পাশ। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫-৭-৯৮। প্রতিবন্ধীদেরও বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

যোগাযোগের স্থান—

শ্রীমা শিল্পনিকেতন (মাষ্টারপাড়া)/অন্নপূর্ণা ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই নিয়ে সমস্যা

ফরাক্কা : সম্প্রতি ফরাক্কায় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ছাই থেকে এ্যাম (ফটকিরি) তৈরীর কারখানা চালু হলে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ছাই ঐ কারখানা ব্যবহার করা শুরু করেছে। তবুও গত প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের সময় নিশিন্দ্রা অ্যাস পণ্ড থেকে ঝড়ো হাওয়ায় প্রচুর ছাই উড়ে সন্নিহিত ফিল্ড হোষ্টেল কলোনী, নিউ ফরাক্কা, নবারুণ, বেনিয়াগ্রাম, নিশিন্দ্রা ও বেওয়া অঞ্চলে অসুবিধার সৃষ্টি করে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ। তাপ-বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে এব্যাপারে ব্যবস্থা নিলেও এবছর অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহের ফলে সংস্থা কিছুদিন বেসামাল হয়ে পড়ে। এব্যাপারে স্থানীয় বিজ্ঞান মঞ্চের শাখা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অ্যাস পণ্ডে তীব্র জলা-ভাব থাকায় এই সমস্যার সাময়িক সৃষ্টি হয়েছিল বলে তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ জানান।

রথযাত্রা উৎসব

সাগরদীঘি : মনিগ্রামে প্রাচীন-কালে রথযাত্রা উৎসব হতো। আজ সে সব লুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েক বৎসর থেকে নৃসিংহ মণ্ডলের উদ্যোগে গ্রামে রথ চালনার উৎসব চলছে। এবার মনিগ্রাম হাসপাতালপাড়া থেকে শংকর দাস বিরাট রথ নিয়ে হরিনাম সংকীর্তনসহ পাঁচটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

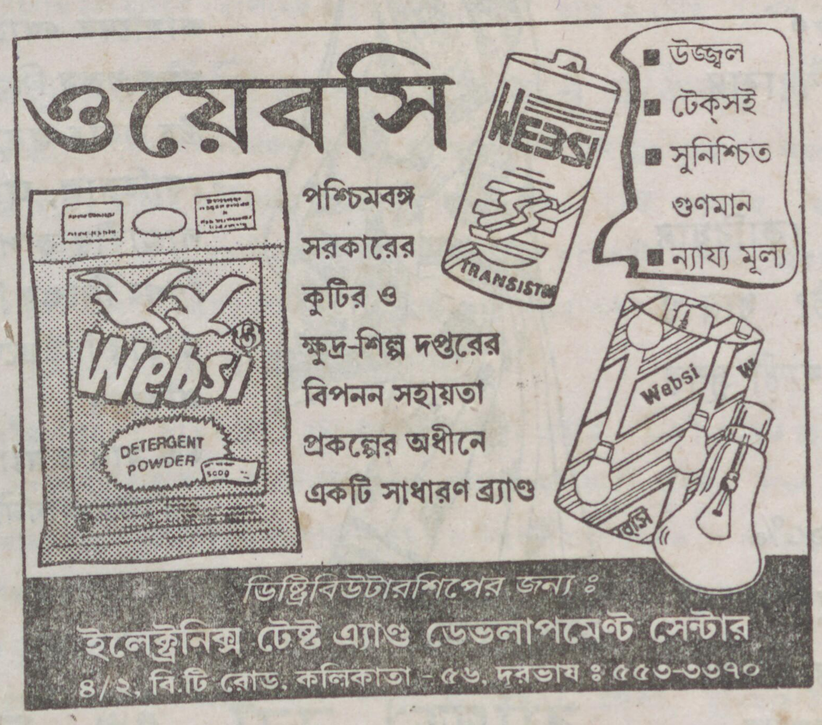

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

মির্জাপুরে টেলিফোন অচল

মির্জাপুর : গত প্রায় এক সপ্তাহ থেকে মির্জাপুর গ্রামের টেলিফোন অচল হয়েছিল বলে জানা যায়। গ্রাহকদের মতে গনকর এক্সচেঞ্জ পরিবর্তনের ফলে টেলিফোনের এই হাল। অথচ গ্রাহকদের স্বাভাবিক সময়ের মতোই বিল মেটাতে হচ্ছে। আবার অদ্ভুত ব্যাপার—গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ফোনও অচল হয়ে পড়ে বলেও গ্রাহকরা অভিযোগ করেন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মন্ডিয়া সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্যাঙ্ক কর্মী প্রহৃত (১ম পৃষ্ঠার)

ঘটনাটি শ্যামলীর বন্ধুদের মুখে মুখে গ্রামে চাউর হওয়া মাত্র আকালী মাঝির নেতৃত্বে গেনু মাঝি, কৃষ্ণ মাঝি, শ্রীরাম মাঝি ছাড়াও গ্রামের কয়েকজন প্রসাদের ঘরে চড়াও হয়ে তাঁকে বেধরক মারধোর করে। প্রসাদের কোন কথা না শুনে তাঁকে অঞ্চলের অফিস ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। পরে ঐ রাতেই গ্রাম্য বিচারে প্রসাদের সাড়ে ছ' হাজার টাকা জরিমানা করার পর রাত ১-৩০ নাগাদ তাঁকে ছাড়া হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে তাঁর প্রাণনাশের হুমকীও দেখান হয়। এ ব্যাপারে ভয়ে প্রসাদ থানায় কোন অভিযোগ করেননি বলে জানা যায়। মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানসহ পাঁচজনের একটি দল ঘটনার সরজমিন তদন্ত করে যান। প্রসাদ সাহার বক্তব্য—শ্যামলী মাঝির মেডিক্যাল টেষ্ট হোক এবং মিথ্যা প্রমাণিত হলে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হোক।

জঙ্গিপুর মহকুমায় এক সপ্তাহে (১ম পৃষ্ঠার পর)

আক্রমণে দুখুর দাদা মানিক মণ্ডলও আহত হন। এ ব্যাপারে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সুফলরা পরিবারসহ গ্রামছাড়া।

ধুলিয়ান : গত ২ জুলাই সন্ধ্যে ৬-৩০ নাগাদ সামসেরগঞ্জ থানার অদ্বৈত্যনগর গ্রামের ফায়জাল সেখ (৩৫) পাশের বিহার এলাকার ইসলামপুর গ্রাম থেকে এক বন্ধুর সঙ্গে বাড়ী ফিরছিলেন। পথে ৫/৬ জন আততায়ীর গুলিতে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। হত্যার কারণ সম্বন্ধে জানা যায় গত পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম বিহারের ভবানীপুর গ্রামের একটি জমিকে নিয়ে অদ্বৈত্যনগরের লোকজনের সঙ্গে ভবানীপুরের লোকেদের বিরোধে ভবানীপুরের একজন মারা যান। ফয়জাল সেখ হত্যা তারই বদলা বলে গ্রামবাসীদের ধারণা। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ধুলিয়ান : গত ৪ জুলাই রাত নটা নাগাদ সামসেরগঞ্জ থানার চকশাপুরের আবিবুর রহমান বোমায় নিহত হন। খবর ঐ সময় আবিবুর তাঁর বন্ধু হামিদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছিলেন। পথে 'অটোয়াল' কোম্পানীর কাছে দুর্বৃত্তদের বোমায় তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। এই হত্যার কোন কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। কেউ গ্রেপ্তার নেই।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯